12468 - রমযান মাসে একজন মুসলমি

প্রশ্ন

রমযান মাসরে আগমন উপলক্ষে আপনারা মুসলমানদরে উদ্দশ্যে কি কোন উপদশে পশে করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযলি করা হয়ছে মানুষরে জন্য হদিায়াতস্বরূপ এবং হদিায়াতরে সুস্পষ্ট নদির্শনাবলী ও সত্য-মথি্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থতি থাকবে, সে যনে এ মাসটি রোযা থাকে। আর কউে অসুস্থ থাকলে কংিবা সফরে থাকলে সে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদরে জন্য সহজতা চান; কাঠন্যি চান না। তনিি চান– তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনিি যে তোমাদরেকে নর্দিশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাকবরি উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতে তোমরা শোকের কর।"[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] এ মহান মাসটি কল্যাণ ও বরকতরে মৌসুম, ইবাদত ও আনুগত্যরে মৌসুম।

এটি একটি মহান মাস ও সম্মানতি মৌসুম। এমন এক মাস যাতে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, পাপকওে জঘন্য ধরা হয়, জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয় এবং জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। যে মাসে আল্লাহ্ পাপী-তাপীদরে তওবা কবুল করে ননে।

আল্লাহ্ আপনাদরেকে কল্যাণ ও বরকতরে যে মৌসুমগুলো দয়িছেনে এবং অনুগ্রহ ও অবারতি নয়োমতরে যে উপকরণগুলো আপনাদরেকে বশিষেভাবে দয়িছেনে এর জন্য তাঁর শুকরয়িা আদায় করুন। মহান সময়গুলো ও সম্মানতি মৌসুমগুলোকে আনুগত্যরে মাধ্যমে এবং গুনাহ্র কাজ ছড়েে দয়োর মাধ্যমে কাজে লাগান; ফলে আপনারা দুনয়িায় উত্তম জীবন ও আখরিাতে সুখ লাভ করবনে।

প্রকৃত মুমনিরে কাছে সারা বছরই ইবাদতরে মৌসুম। সারা জীবনই নকেীর মৌসুম। কন্তিু, রমযান মাসে তার নকে আমল করার হম্মিত বহুগুণ বড়েে যায়। তার অন্তর ইবাদতরে প্রতি বশেি তৎপর হয় ও আল্লাহ্ অভমিুখী হয়। আমাদরে মহান প্রতপিালক তাঁর রহম ও করম রোযাদার মুমনি বান্দাদরে উপর ঢলেে দনে। এ মহান ক্ষণে তনিি তাদরে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করার এবং নকেকাজরে বদলায় উপঢৌকন ও পুরস্কার অবারতি করার ঘোষণা দয়িছেনে।

গতকালরে সাথে আজকরে কতই না মলি!!

দনিগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছ; যনে কছিু মুহূর্তমাত্র। আমরা এক রমযানকে স্বাগত জানালাম, এরপর বদিায় দলিাম। এই তো সামান্য কছিুদনিরে ব্যবধানে পুনরায় রমযানকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছ। আমাদরে কর্তব্য এই মহান মাসে নকে কাজে অগ্রণী হওয়া। আল্লাহ্ যা কছিুতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতরে দনি যা কছিু আমাদরেকে আনন্দতি করবে সসেব আমল দয়িে এই মাসকে ভরপুর করা।

আমরা রমযানরে জন্য কভিাবে প্রস্তুত নিব?

রমযানরে জন্য প্রস্তুত নিতি হব, দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার ক্ষত্রেে, ফরয আমলগুলো পালন করার ক্ষত্রেে, কু-প্রবৃত্ত বিা সংশয়মূলক হারাম আমলগুলো পরত্যিাগ করার ক্ষত্রেে নজিদেরে ঘাটতকিে সমালোচনা করার মাধ্যমে।

ব্যক্ত নিজিইে নজিরে আচরণকে মূল্যায়ন করবে যাতে করে মাহে রমযান ঈমানরে উচ্চ স্তরে অবস্থান করতে পার। কারণ ঈমান বাড়ে ও কম। নকেকাজরে মাধ্যমে বাড়ে। বদ কাজরে মাধ্যমে কম। তাই বান্দার সর্বপ্রথম যে নকেকাজট বিাস্তবায়ন করা কর্তব্য সটো হচ্ছ– ‘ইবাদত বা উপাসনা শুধু আল্লাহ্র জন্য’ এট বিাস্তবায়ন করা এবং মনে মনে এ বশি্বাস পোষণ করা য, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে। সব ধরণরে ইবাদত বা উপাসনা কবেল আল্লাহ্র জন্য নবিদেন করব; এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাব না। এ দৃঢ় বশি্বাস রাখবে য, সে যটো পয়েছে (যটোর শকিার হয়ছে) সটো কছিুতইে ছুটে যতে না। এবং সে যটো পায়ন (যটোর শকিার হয়ন) সটো সে কছিুতইে পতে না (শকিার হত না)। সবকছিু তাকদীর অনুযায়ী ঘট।

এ দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার সাথে যা কছিু সাংঘর্ষকি আমরা সগেুলো থকেে বরিত থাকব। আর তা অর্জতি হবে বদিআত ও দ্বীন ক্ষত্রেে অভনিব প্রচলন করা থকেে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং ‘মত্রিতা ও বরৈতিা’ বাস্তবায়ন করার মাধ্যম। অর্থাৎ আমরা ঈমানদারদরে সাথে মত্রিতা রাখব এবং কাফরে ও মুনাফকিদরে থকেে বরৈতিা রক্ষা করব। শত্রুর বরিুদ্ধে মুসলমানদরে বজিয়ে আমরা খুশ হব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গরে অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নত ও তাঁর পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশদীন-এর সুন্নতরে অনুকরণ করব। সুন্নতকে ভালবাসব এবং যারা সুন্নতকে আঁকড়ে ধর, সুন্নতরে পক্ষে কথা বলে তাদরে দশে, বর্ণ বা নাগরকিত্ব যখোনরে হোক না কনে আমরা তাদরেকে ভালবাসব।

এরপর নকেকাজ পালন করার ক্ষত্রেে আমাদরে যে কসুর বা ঘাটত রিয়ছেে সে ব্যাপারে নজিরো আত্মসমালোচনা করব। যমেন- জামাতে নামায আদায় করা, আল্লাহ্র যকিরি পালন করা, প্রতবিশেী, আত্মীয়স্বজন ও অন্য মুসলমিরে হক আদায় করা, সালামরে প্রচলন করা, সৎকাজরে আদশে দান, অসৎ কাজরে নষিধে করা, পরস্পর পরস্পরকে হকরে উপর থাকা, এর উপর ধর্যৈ ধারণ করা, গুনার কাজ না করা, ভাল কাজ করার ব্যাপারে ও তাকদীররে উপর ধর্যৈ ধারণ করার ব্যাপারে উপদশে

দয়ো।

এরপর পাপ কাজ ও কু-প্রবৃত্তরি অনুসরণে লপ্তি থাকার ব্যাপারে নজিদেরে আত্মসমালোচেনা করতে হবে; এগুলোর উপর চলতে থাকা থকেে নজিদেরেকে প্রতহিত করার মাধ্যমে। সটো ছোট পাপ হোক কংিবা বড় পাপ হোক। সটো আল্লাহ্ কর্তৃক নষিদ্ধি কছিুর দকিে নজর দয়োর মাধ্যমে দৃষ্টরি পাপ হোক, মউিজকি শুনার মাধ্যমে শ্রুতরি পাপ হোক, আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট নন এমন কোন ক্ষত্রেে পদচারণরে পাপ হোক, আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট নন এমন কছিু ধরার পাপ হোক, আল্লাহ্ যা ভক্ষণ করা হারাম করছেনে যমেন- সুদ, ঘুষ কংিবা অন্যায়ভাবে মানুষরে সম্পদ ইত্যাদি ভক্ষণ করার পাপ হোক।

আমাদরে সামনে যনে থাকে, আল্লাহ্ তাআলা দনিরে বলোয় তাঁর হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতে করে রাতে পাপকারী তওবা করতে পারে এবং তনিি রাতে হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতে করে দনিে পাপকারী তওবা করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর তোমরা ছুটে আস তোমাদরে রবরে ক্ষমার দকিে ও জান্নাতরে দকিে; যার বস্তিৃতি আসমানসমূহ ও যমীনরে মত, যা প্রস্তুত রাখা হয়ছে মুত্তাকীদরে জন্য। যারা সুদনিে ও দুর্দনিে ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষরে প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ মুহ্সনিদরেকে ভালবাসনে। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলেলে বা নজিদেরে প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদেরে পাপরে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কে আছে? এবং তারা যা করে ফলেে, জনেে-বুঝে তারা তা উপর্যুপরি করতে থাকে না। তাদরে পুরস্কার হলো তাদরে রবরে পক্ষ থকেে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ; যগেুলোর পাদদশেে নহরসমূহ প্রবাহতি; সখোনে তারা স্থায়ী হবে। সৎকর্মশীলদরে পুরস্কার কতইনা উত্তম!"[সূরা আলে ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৬] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নজিদেরে প্রতি যুলুম করছে– আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরিাশ হয়ো না। নশ্চিয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দবেনে। নশ্চিয় তনিি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার ৩৯: ৫৩] আল্লাহ্ আরও বলনে: "আর যে কউে কোন মন্দ কাজ করে কংিবা নজিরে প্রতি যুলুম করে; এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।"[সূরা নসিা ৪: ১১০]

আমাদরে কর্তব্য এ ধরণরে আত্মসমালোচেনা, তওবা ও ইস্তগিফাররে মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানো। কারণ "বুদ্ধমিান সইে ব্যক্তি যে নজিরে সমালোচেনা করে এবং মৃত্যুর পররে জন্য আমল করে। আর অক্ষম হচ্ছে সইে ব্যক্তি যে নজিরে কু-প্রবৃত্তরি অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্র কাছে অনকে অনকে আশা করে"।

রমযান মাস হচ্ছে অর্জন করা ও লাভ করার মাস। বুদ্ধমিান ব্যবসায়ী বশেি লাভ করার জন্য মৌসুমগুলোকে কাজে লাগায়। সুতরাং আপনারা এ মাসে ইবাদত পালন, বশেি বশেি নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত করা, মানুষকে ক্ষমা করে দওেয়া, অন্যরে প্রতি ইহসান করা, দরদ্রিদরেকে দান করা ইত্যাদি সুযোগকে কাজে লাগান।

রমযান মাসে জান্নাতরে দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দওেয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডকেে বলে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও; ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও।

সুতরাং আপনাদরে পূর্বসূরদিরে অনুকরণ করে, আপনাদরে নবীর সুন্নাহ্র অনুসরণ করে আল্লাহ্র পুণ্যকামী বান্দা হনে; যাতে করে আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, মকবুল আমল নয়িে রমযানকে বদিায় জানাতে পারি।

জনেে রাখুন, রমযান মাস নকেীর মাস:

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: "এর মধ্যে রয়ছেে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্টরি মাঝে মর্যাদার তারতম্যরে মধ্যে রয়ছেে) রমযান মাসকে অন্য মাসগুলোর উপর মর্যাদা দয়ো এবং রমযান মাসরে শষে দশরাত্রকিে অন্য রাত্রগিুলোর মর্যাদা দয়ো।"[যাদুল মাআদ (১/৫৬)]

এ মাসকে অন্য মাসরে উপর চারটি কারণে মর্যাদা দয়ো হয়ছেে:

এক.

এ মাসে এমন একটি রাত রয়ছেে যে রাত বছররে অন্য রাতগুলোর চয়েে উত্তম। সটেি হচ্ছ-ে লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদররে রাত। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নশ্চিয় আমরা এটি (কুরআন) নাযলি করছেি লাইলাতুল কদরে; আর আপনাকে কসিে জানাবে 'লাইলাতুল-ক্বদর' কী? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাসরে চয়েে উত্তম। সে রাতে ফরিশিতাগণ ও রূহ (জব্রিাইল আঃ) নাযলি হয় তাদরে রবরে নর্দিশেক্রমে সকল বষিয় নয়িে। শান্তমিয় সে রাত, ফজররে আবর্ভিাব পর্যন্ত।"[সূরা ক্বাদর ৯৭: ১-৫]

তাই এ রাতে ইবাদত করা সহস্র রাত ইবাদত করার চয়েে উত্তম।

দুই.

এ রাতে সর্বশ্রষ্ঠে নবীর উপর সর্বোত্তম কতিাব নাযলি হয়ছেে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "রমজান মাস এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযলি করা হয়ছেে; মানবজাতরি জন্য হদিায়তেরে উৎস, হদিায়াত ও সত্য মথি্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে।"[সূরা আল-বাক্বারা ২: ১৮৫] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "নশ্চিয় আমি এটাকে (কুরআনকে) এক মুবারকময় রাতে নাযলি করছে;ি আর নশ্চিয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যকে চূড়ান্ত নর্দিশে স্থরিকৃত হয়। আমাদরে পক্ষ থকেে নর্দিশে; আর নশ্চিয় আমরা (রাসূলগণকে) প্ররেণকারী। " [সূরা আদ-দুখান ৪৪: ৩-৫]

ওসলো বনি আসকা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "ইব্রাহমি আলাইহসি সালামরে সহফিাগুলো (গ্রন্থগুলো) রমযানরে মাসরে প্রথম রাতে নাযলি হয়ছেে। রমযানরে মাসরে ষষ্ঠ দনিে তওরাত নাযলি হয়ছেে। রমযান মাসরে ১৩ তম দনিে ইঞ্জলি নাযলি হয়ছেে। রমযান মাসরে ১৮ তম দনিে যাবুর নাযলি হয়ছেে। রমযান মাসরে ২৪ তম দনিে কুরআন নাযলি হয়ছেে।"[তাবারানরি 'আল-মুজামুল কাবরি', মুসনাদে আহমাদ, আলবানি 'সলিসলিা সহহিা' (১৫৭৫) গ্রন্থে হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

তনি.

এ মাসে জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়: আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়।"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "যখন রমযান মাস আগমন করে তখন রহমতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিল বন্দি করা হয়।"[সুনানে নাসাঈ, আলবানি 'সহহিুল জামি' (৪৭১) গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

সুনানে তরিমযিি, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহহি ইবনে খুযাইমা-র এক রওেয়ায়তেে এসছেে যে, "রমযানরে প্রথম রাত্রতিে শয়তানগুলো ও উদ্যত জনিগুলোকে বন্দি করা হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয়; একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়, একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এবং একজন আহ্বানকারী ডকেে বলনে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও। ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও। রমযানরে প্রতি রাত্রে আল্লাহ্ অনকেকে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি দনে।"[আলবানি 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে (৭৫৯) হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

যদি কউে বলনে যে, আমরা রমযান মাসওে অনকে খারাপ কাজ ও গুনাহর কর্ম ঘটতে দখেি। যদি শয়তানগুলোকে বন্দি করা হত তাহলে তো এসব ঘটত না?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি সয়িামরে শর্তাবলি ও আদবগুলো রক্ষা করে তার ক্ষত্রেে গুনাহ কমে হয়।

কংিবা হাদসিে উদ্দশ্যে হচ্ছে- কছিু শয়তানকে বন্দি করা হয়। তারা হচ্ছে উদ্যত শয়তানগুলো।

কংিবা হাদসিে উদ্দশ্যে হচ্ছে- খারাপ কাজ কম হওয়া। এটি প্রত্যক্ষ বষিয়। রমযান মাসে খারাপ কাজ অন্য সময়রে চয়েে কম হয়। আর সকল শয়তানকে বন্দি করা হলওে খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একবোরে না ঘটা অনবিার্য নয়। কনেনা শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণওে পাপ কাজ ঘটে। যমেন- কলুষতি অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসরে কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে।[ফাতহুল বারী (৪/১৪৫)]

চার.

এ মাসে অনকে ইবাদত রয়ছেে। এর মধ্যে কছিু কছিু ইবাদত এমন রয়ছেে যগেুলো অন্য সময়ে নইে। যমেন: রোযা রাখা, কয়িামুল লাইল আদায় করা, খাবার খাওয়ানো, ইতকিাফ করা, সদকা করা ও কুরআন তলোওয়াত করা।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাওফিক দেন, আমাদেরকে সিয়াম পালন, কিয়াম আদায়, নেক আমল করা ও বদ আমল বর্জনে সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।